

বরবটি : শরীরের উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনে

কাগজ প্রতিবেদক: বরবটি মধুর রস, মধুর বিপাক, উষ্ণ ও রুচিবর্ধক। ঔষধ হিসাবে বরবটির বীজ বলকারক, তাই এটি অনেকে রান্না করে খেয়ে থাকে। এর বীজ মূত্রকারক, ক্রিমিনাশক, ক্ষুধাবর্ধক ও

স্তন্যবর্ধক। এছাড়া বরবটির বীজ ও শূঁটী ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গলায় শে-আ জড়িয়ে গেলে সকাল বিকালে বরবটির রস খেতে হয়। এক্ষেত্রে বালিখোলায় ভাজা খোসা বাদ দিয়ে ভেঙে পাঁচ ছয় গ্রাম নিয়ে এক কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তরলটুকু সেবন করলে শে-আ চলে যাবে। মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য দশ গ্রাম মাত্রার শুষ্ক বীজকে সিদ্ধ করে ছেকে তরলটুকু নিয়ম মতো সেবন করতে হয়। মল তরল হলে একই পদ্ধতিতে বরবটি ভেজে মিহি গুঁড়ো করে সকাল বিকালে কয়েক গ্রাম পানির সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করতে হয়। পাঁচ ছয় দিন খাওয়ার পর এতে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যে কোনও প্রকার ফোলা দূর করতে কাঁচা বরবটির বীজ বেটে জায়গা মতো প্রলেপ দিতে হয়। বালিখোলায় ভাজা বরবটির বীজ অল্প ভেঙে দশ গ্রাম মাত্রায় বালির মতো রান্না করে ছেকে তরলটুকু সেবন করলে সর্দি হাঁচি দুই-ই সেরে যায়। বরবটির বীজ ভেঙে দশ গ্রাম মাত্রায় নিয়ে এক কাপ দুধ ও তিন কাপ পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করে প্রতিদিন একবার করে খেলে শরীরের উদ্দীপনা ফিরে আসে। কষোড়িয়ায় বরবটির ডাল পিত্তনাশক ও যকৃতের পীড়ায় ব্যবহার হয়ে থাকে।

<http://www.biker.com>